অধ্যক্ষ ইস্যুতে দুই মেরুতে তিন পক্ষ

ঝিকরগাছা মহিলা কলেজ

যশোর প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০২৪, ১২:০০ এএম

অধ্যক্ষ ইস্যুতে ঝিকরগাছা মহিলা কলেজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। অধ্যক্ষকে কলেজে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে দুই মেরুতে অবস্থান নিয়েছেন এলাকাবাসী, জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির নেতৃবৃন্দ।

একটি পক্ষের অভিযোগ, আওয়ামী লীগের দীর্ঘ ১৭ বছরের শাসনামলে কলেজে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৩০ জনকে। ৪-৫ জন সভাপতির মাধ্যমে প্রায় দুই কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য হয়েছে। যার একটি টাকাও কলেজ ফান্ডে জমা হয়নি। কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারীকে শোকজসহ নানাভাবে হয়রানির মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে। এসব কাজে অধ্যক্ষ শাহিনুর কবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

কলেজ সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ২০১১ সালে অধ্যক্ষ কলেজের ২১ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেল খেটেছেন। সেই সময় বিএনপির সাবেক সভাপতি প্রয়াত জালাল উদ্দিন আহমেদ ৩ লাখ টাকা দিয়ে অধ্যক্ষকে

কলেজে প্রবেশের ব্যবস্থা করেন। অধ্যক্ষ সে টাকা অদ্যাবধি কলেজের ফান্ডে জমা দেননি।

কলেজের এ অবস্থা জানতে পেরে কেন্দ্রীয় এক নেতার নির্দেশনায় ঝিকরগাছা বিএনপি নেতা ইমরান হাসান সামাদ নিপুন ২১ আগস্ট শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তিনি শিক্ষকদের বলেন, তাদের অভিযোগের কথা উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দকে জানাবেন। অভিযোগ উঠেছে, অধ্যক্ষকে কলেজে ফিরিয়ে আনতে বিএনপি নেতৃবৃন্দ উপাধ্যক্ষসহ একাধিক শিক্ষককে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করছেন।

এদিকে ২২ আগস্ট ঝিকরগাছা মহিলা কলেজকেন্দ্রিক ৩ পৌর ওয়ার্ডের সর্বস্তরের মানুষ সভা করে অধ্যক্ষ শাহিনুর কবিরকে প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সূত্রে জানা গেছে। ২৫ আগস্ট ঝিকরগাছা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে তারা অধ্যক্ষের লুটপাট করা সব টাকা শিক্ষকদের ফেরত, নিয়োগ বাণিজ্যের টাকা কলেজ ফান্ডে জমা দেওয়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ ও তাকে প্রতিরোধে জামায়াতে ইসলামী নির্যাতিত শিক্ষকদের পাশে থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক জানান, ‘কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে দুর্নীতিবাজ অধ্যক্ষকে কলেজে প্রবেশ করানো হলে যদি কোনো অঘটন ঘটে, তার দায়-দায়িত্ব সেই দলের নেতাদেরকেই বহন করতে হবে। কলেজের উপাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইলিয়াস উদ্দিন বলেন, আমার ওপর বিএনপি নেতাদের কোনো চাপ নেই। অধ্যক্ষ শাহিনুর কবির বলেন, আমি ছুটিতে আছি। আমি কোনো অন্যায় করে থাকলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। আমি সুবিচার চাই।